দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 11 JAN 1997
পৃঃ 7 কলাম 8

উচ্চ মাধ্যমিকে পিইউ কোর্স

এসএসসি পরীক্ষা উঠে যাবে

মোস্তাক মোবারকী

দেশের সব কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স চালু হবে। বর্তমানের এসএসসি পরীক্ষা তুলে দিয়ে দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোর মাধ্যমে শুধু দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা নেয়া হবে। এখন চালু এসএসসি পরীক্ষার পদ্ধতি আর থাকছে না। এছাড়া অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক এবং নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে। ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নে গঠিত 'শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটি'র খসড়া

(১১-এর পৃঃ দেখুন)

এসএসসি পরীক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

রিপোর্টে এ কথা বলা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ শামসুল হকের নেতৃত্বে ৪০ সদস্যবিশিষ্ট "শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটি" গঠন করা হয়েছে। প্রফেসর কবির চৌধুরী ও প্রফেসর এম. আনিসুজ্জামানসহ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক প্রতিনিধি এবং পেশাজীবী সমন্বয়ে এই শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রফেসর মোঃ শামসুল হক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তিন শীর্ষ কর্মকর্তা ও কয়েকজন সদস্যের সহায়তায় কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের আলোকে ইতোমধ্যেই শিক্ষা নীতির একটি খসড়া তৈরি করেছেন। কমিটির আওতায় বিভিন্ন বিষয় ও প্রশাসনিকভিত্তিক ৯টি সাব কমিটি গঠন করা হচ্ছে। আগামী মে মাসের মধ্যে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটি সরকারের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করবে।

শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের সিলেবাসে সমন্বয় সাধন করে মাদ্রাসাগুলোতে স্কুল-কলেজের সমমানের ইংরেজী, বিজ্ঞান, অঙ্ক ও বাংলাসহ অন্যান্য বিষয় চালু করার কথা বলা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পর্যায়ক্রমে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা হবে। এজন্য গ্রাজুয়েট শিক্ষক নিয়োগ ও শ্রেণী কক্ষ বাড়ানো হবে। তেমনি হাই স্কুলগুলোতে পর্যায়ক্রমে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী চালু করার জন্য মাস্টার্স পাস শিক্ষক নিয়োগ এবং শ্রেণী কক্ষ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। ছাত্রছাত্রীরা চূড়ান্ত পরীক্ষায় যেসব বিষয়ে নম্বর পাবে তার কোন নম্বরশিট দেয়া হবে না। প্রত্যেক বিষয়ে শ্রেণীর বিভাজন করে ক থেকে ঙ পর্যন্ত ৫টি বিভাগ থাকবে। ছাত্রছাত্রীরা যে বিষয়ে প্রথম পর্যায়ে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে পরবর্তী বছরে সেই বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করার সুযোগ পাবে।

শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়, আগামী ২ হাজার সাল নাগাদ দেশের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। যে সব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সে সব গ্রামে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। ২ হাজার সালের মধ্যে লেখাপড়া করার যোগ্য দেশের ১শ' ভাগ বালক ও বালিকাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চিত করতে স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানে কতটা নিষ্ঠাবান তার মাপকাঠি নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হবে। ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হবে। তেমনি খারাপ ফলের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এবং পাঠদানে গাফিলতির দায়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী এসএইচকে সাদেকের সঙ্গে বৃহস্পতিবার বিকালে তাঁর গুলশানের বাড়িতে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টের ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। রিপোর্টে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার ব্যাপারে কতিপয় সুনির্দিষ্ট সুপারিশ থাকবে। তিনি বলেন, খসড়া রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। আগামী মে মাসের মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করা হবে এবং আগামী বছর থেকে পর্যায়ক্রমে রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে।